এমএসএস খবর

জুন, ২০২৬ সংখ্যা

MSS
Working for the People

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৭ জুন রাজধানীর পান্থপথে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি জনাব ফারুক হাসানের সভাপতিত্বে সভায় নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় বিগত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পাশাপাশি মাইক্রোফাইন্যান্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এমএসএস-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন ও সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরা হয়। বক্তারা সংস্থার ৫১ বছরের উন্নয়নযাত্রায় অবদান রাখা সদস্য, কর্মী, অংশীদার ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভবিষ্যতেও নিষ্ঠা ও অঙ্গীকার নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল পেল শিশুকাননের ২৩৮ শিক্ষার্থী

দীর্ঘ ১৪ মাস পর, গত ২৮ জুন বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে শিশুকানন স্কুলের পক্ষ থেকে ২৩৮ জন শিক্ষার্থীকে সেফ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ভিটামিন এ শিশুদের দৃষ্টিশক্তি সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রতিটি শিশুর জন্য এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষক, অভিভাবক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সেফ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল প্রশংসনীয়। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সুস্থ শিশু, উজ্জ্বল আগামীর অঙ্গীকার।

মাসব্যাপী ২,১৫৬ জনের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ২৪১ জনের সফল ছানি অপারেশন

জুন মাসজুড়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় চক্ষুসেবা পৌঁছে দিতে আই কেয়ার প্রোগ্রাম (ইসিপি)-এমএসএস সারাদেশে ৬টি বিনামূল্যের আই ক্যাম্প এবং ৫টি স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম সফলভাবে পরিচালনা করেছে। ঢাকা, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত এসব কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ২,১৫৬ জন রোগী বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা সেবা পেয়েছেন।

এর মধ্যে ৪১৫ জনকে চশমা এবং ২১০ জন শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি চক্ষুস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২,১০০টি ফ্লায়ার ও পোস্টার বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পগুলোতে ৩১৬ জনের চোখে ছানি শনাক্ত হয় এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার পর ২৪১ জন রোগীর বিনামূল্যে ছানি অপারেশন সম্পন্ন করা হয়। এ উদ্যোগ দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত চক্ষুসেবা নিশ্চিত করতে ইসিপি-এমএসএস-এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

জামদানির প্রতিটি সুতোয় সফলতার গল্প বুনেছেন হেলেনা আক্তার

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গোনদেবপুর গ্রামের ৪০ বছর বয়সী হেলেনা আক্তারের জীবনগল্প প্রমাণ করে-সুযোগ, অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রম একসঙ্গে থাকলে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়। ছোট পরিসরে জামদানি ব্যবসা শুরু করলেও পুঁজির সীমাবদ্ধতা ছিল তার সবচেয়ে বড় বাধা। সেই সময় মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর সহায়তা তার উদ্যোক্তা জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

২০১৯ সালের ৪ আগস্ট এমএসএস-এর মুরাপাড়া শাখা থেকে ৪০ হাজার টাকার প্রথম ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তার ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু হয়। সময়মতো ঋণ পরিশোধ এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার ফলে তিনি পর্যায়ক্রমে আরও বড় অঙ্কের ঋণ সুবিধা পান। সর্বশেষ ২০২৬ সালের ২৭ এপ্রিল ৫ লাখ টাকার ঋণ গ্রহণ করে তিনি তার ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারণ করেন।

বর্তমানে হেলেনার নিজস্ব জামদানি উৎপাদন কারখানায় ১০ জন দক্ষ কারিগর এবং ১৫ জন কর্মী নিয়মিত কাজ করছেন। উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা পরিচালনার প্রতিটি ধাপ তিনি নিজেই তদারকি করেন, আর তার স্বামী নোয়াপাড়া বাজারে জামদানি শাড়ির বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করেন।

বর্তমানে তার মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকারও বেশি। তিন সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা এবং ঢাকায় একটি নিজস্ব জামদানি শোরুম প্রতিষ্ঠা করাই তার আগামী দিনের স্বপ্ন। হেলেনা আক্তারের এই সাফল্যের গল্প নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরশীলতা এবং ক্ষুদ্রঋণের ইতিবাচক প্রভাবের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org